بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ এপ্রিল, ২০২১ মোতাবেক ১৬ শাহাদাত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ - (সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৭)

উক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ হল:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য (সেভাবে) রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।"

"(সুতরাং তোমরা রোযা রাখ) হাতেগোনা কয়েকটি দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে, তাকে অন্য সময়ে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না (তাদের) 'ফিদিয়া' (হলো) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অতএব যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো কাজ করে তা তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

"রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে যাতে হিদায়াতের বিশদ বিবরণ আর সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়াবলী রয়েছে। অতএব, তোমাদের মাঝে যে এ মাস পায় সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর (তিনি চান) তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর; আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

"আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।"

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর পুনরায় আমাদের রমযান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হচ্ছে। আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, কেবল রমযান মাস লাভ করা এবং এ মাসটা কাটানোই যথেষ্ট নয় অথবা কেবল প্রভাতে সেহেরী খেয়ে রোযা রাখা আর সাঁঝের বেলায় ইফতারি করে রোযা খোলাই রোযার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না বরং এই রোযার পাশাপাশি আর এই রোযাসমূহের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির আদেশ দিয়েছেন। রোযার বরাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কতক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন আর এগুলো মেনে চলার কল্যাণে তিনি আমাদেরকে নিজ নৈকট্য প্রদানের এবং দোয়া গৃহীত হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। সেগুলোর কয়েকটি আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রোযা আবশ্যক হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে এটিও বলেছেন, যদি অসুস্থতা অথবা অন্য কোন বৈধ কারণ থাকে তাহলে রোযা রাখতে না পারার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে তা পূর্ণ করতে হবে অথবা যদি কেউ একেবারেই রাখতে না পারে, অসুস্থতা দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে এর জন্য ফিদিয়া দিতে হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখতে হবে, যদি পরবর্তীতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয় (এবং সে রোযা রাখে) তবুও কারো আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে ফিদিয়া প্রদান করা উত্তম। পুনরায় পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং এর অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ করে আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, কুরআন পাঠ করা, এর ওপর আমল করা আমাদের জন্য হিদায়াত ও ঈমানে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার এবং তাঁর প্রেরিত শিক্ষা অনুধাবণেরও মাধ্যম এটি। এরপর পুনরায় আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হে নবী! আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের নিকটে আছি। দোয়া শ্রবণ করি, গ্রহণ করি এবং রমযান মাসে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা নিম্ন আকাশে নেমে আসেন। অর্থাৎ, তাঁর বান্দাদের দোয়া অনেক বেশি গ্রহণ ও কবুল করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের দোয়া শ্রবণ করি বা কবুল করি তবে তোমাদেরও আমার কথা মানতে হবে। আমি যেসব শিক্ষা প্রদান করেছি এর ওপর আমল করতে হবে। কেবলমাত্র রমযান মাসের জন্যই নয়, বরং স্থায়ীভাবে জীবনের অংশ বানাতে হবে এবং নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে হবে। অতএব, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও কতিপয় শর্ত আছে। অতএব, আমরা যদি এসব শর্তানুযায়ী নিজেদের দোয়ায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের নিকটে এবং দোয়া শ্রবণকারী হিসেবে পাবো। এখন আমি দোয়ার প্রেক্ষাপটে হযরত মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্বৃতি উপস্থাপন করে দোয়ার গুরুত্ব এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যে পরিবর্তন আনা উচিত- সে সম্পর্কে দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী কি এবং এর দর্শন ও এর গভীরতা সম্পর্কে তিনি (আ.) যা বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছু উপস্থাপন করব। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা ভাসাভাসা ভাবে দোয়া করে আবার বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। যেন আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা

একটি কাজ করতে বলেছি আর তাঁর সেটি মানা উচিত ছিল; যেন নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা তাদের আদেশ মানতে বাধ্য। যা ইচ্ছা তাই বলবে, যেভাবে চায় সেভাবে বলবে, তাদের কর্ম যেমনই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের কথা শুনতে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এমনটি হবে না। প্রথমে তোমাদের আমার কথা মানতে হবে, নিজেদের কর্মকাণ্ডকে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সাজাতে হবে। রমযান মাসে যখন পুণ্য কাজের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, দরস-তিলাওয়াত প্রভৃতির ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তখন আমার পথনির্দেশনা ও আদেশ-নিষেধ দেখ! গভীরভাবে অভিনিবেশ কর! শ্রবণ কর এবং এর ওপর আমল কর। নিজেদের ঈমানকে যাচাই করে দেখ যে, তোমাদের ঈমান কতটা দৃঢ়। কোন বিপদে পড়লে, পরীক্ষায় ঈমান দোদুল্যমান হচ্ছে না তো? যাহোক, এটি এমন এক বিষয় যাতে প্রথমে বান্দাকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যখন এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও স্নেহ উদ্বেলিত হয়, তাঁর দয়া উদ্বেলিত হয়। অতএব এ বিষয়টি অনুধাবন করা আমাদের জন্য অতি আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "দোয়া ইসলামের বিশেষ গর্ব এবং মুসলমানরা এটি নিয়ে খুবই গর্বিত। কিন্তু স্মরণ রাখ! দোয়া মৌখিক বুলি আওড়ানোর নাম নয়, বরং এটি সেই বস্তু যার ফলে হৃদয় খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর আত্মা পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দুর্বলতা ও দোষত্রুটির জন্য সর্বশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এটি সেই অবস্থা যাকে অন্য ভাষায় মৃত্যু বলা যেতে পারে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন নিশ্চিত হতে পারো যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া গৃহীত হবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পাপ থেকে বাঁচার এবং স্থায়ীভাবে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য বিশেষ শক্তি, কৃপা এবং অবিচলতা প্রদান করা হয় এবং এটি সবচেয়ে মহান মাধ্যম।"

কাজেই এটি হচ্ছে দোয়ার রীতি এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়, দোয়া গ্রহণ করানোর মাধ্যম এবং পাপমুক্ত হওয়ার পদ্ধতি।

আজকাল একটি প্রশ্ন প্রায়শ করা হয় যে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে একটি নীতিগত কথা বলে দিয়েছেন, যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা একটি স্থায়ী সম্পর্ক, যেটি লাভের জন্য মানুষ প্রকৃত অর্থে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি এমন কৃপা করেন যা তাকে মন্দ থেকে আত্মরক্ষার স্থায়ীশক্তি দান করেন। শুধু মন্দ থেকে আত্মরক্ষাই করে না বরং সৎকর্ম করার ও চিরস্থায়ী পুণ্যকাজ করার শক্তি সামর্থ্য দান করা হয়। যদি এটি না হয় তাহলে মানুষ এ কথা বলতে পারে না যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করেছি। কাজেই মানুষ প্রকৃত বান্দা তখনই হবে যখন এভাবে চিন্তা করবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করবে। এটি লাভের জন্য আমাদের এই রমযান মাসে অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, দোয়ার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে দোয়ারই একটি শাখা। এটি জানা কথা, যে ব্যক্তি মূলকে চেনে না বা বুঝে না তার জন্য শাখা চিনতে বা বুঝতে সমস্যা হয়, বুঝতে ভুল করে। কোন বিষয়কে বুঝার জন্য সেটির মূলকে বুঝতে হয়। যদি মৌলিক বিষয়ই বোধগম্য না হয় তাহলে সেটির তাত্ত্বিক দিক ও ব্যাখা যতই দেয়া হোক না কেন তা বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার রহস্য হল, এক পুণ্যবান বান্দা এবং তাঁর প্রভুর মাঝে আকর্ষণের সম্পর্ক থাকে অথবা আকৃষ্ট করার সম্পর্ক থাকে। রহমানিয়্যত বান্দাকে প্রথমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তারপর বান্দার আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টার ফলে খোদা তাঁর নিকটবর্তী হন। যদি বান্দা নিষ্ঠা ও সততার সাথে চেষ্টা করে তাহলে খোদা তা'লাও বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যান। দোয়ার অবস্থায় এ সম্পর্ক একটি বিশেষ মানে উপনীত হয়ে স্বীয় বিস্ময়কর বিশেষত্ব প্রকাশ করে। অদ্ভুত ও অভাবনীয় বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়। যখন বান্দা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে খোদাতা'লার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা এবং আশা ও পূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রতি বিনত হয়। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যারপর নাই নিরাশক্তি দেখিয়ে আলস্যের পর্দা ছিন্ন করে আত্মবিলীনতার ময়দানে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে তখন সামনে সে আল্লাহ্ তা'লার দরবার দেখতে পায়। আর সেখানে তার সাথে কোন শরীক নেই তখন তার আত্মা খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়। তখন সে কেবল আল্লাহ্কেই দেখতে পায়, জাগতিক সকল বস্তু তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন গুরুত্ব থাকে না তার কাছে, কোন বস্তু কোন প্রকার গুরুত্ব রাখে না কেবল আল্লাহ্ তা'লাই তার সামনে দৃশ্যমান থাকেন। যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং খোদাকে দর্শন করে তখন তাঁর সামনেই তার আত্মা অবনত হয়। আকর্ষণ শক্তি যা তার মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে তখন সেটিই খোদা তা'লার পুরস্কাররাজিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। বান্দার মাঝেও খোদাকে আকর্ষণ করার যে শক্তি রাখা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'লার দান বা পুরস্কারকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে দেয়। তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তার কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য সেদিকে মনযোগ দেন এবং তার দোয়ার প্রভাব বাহ্যিক উপকরণের ওপর সৃষ্টি করেন। সেই মৌলিক উপকরণ যা সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যক, যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলোর ওপর খোদা তা'লা নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। এগুলোর মাধ্যমে এমনসব উপকরণ সৃষ্টি হয় যেগুলো উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন, বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হলে দোয়া গৃহীত হবার পর প্রাকৃতিক সেসব উপকরণ যা বৃষ্টির জন্য আবশ্যক তা এই দোয়ার প্রভাবে সৃষ্টি করা হয়। আবার যদি দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া করা হয় তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এর বিপরীত উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

এরপর বলেন, নবী-রসূলের মাধ্যমে যেসব হাজার হাজার অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে বা পুণ্যাত্মা আউলিয়ারা আজ পর্যন্ত যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে এসেছেন তার মূল বা উৎস এই দোয়াই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোয়ার প্রভাবেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক লিলা প্রদর্শন করা হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনও অগণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ। এছাড়াও আমরা দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, অনেক বিষয় পূর্ণ হয়েছে, অনেক পুণ্যবান

লোকেরা ভালো ভালো স্বপ্ন দেখেন- তা পূর্ণ হয় আর এভাবে দোয়ার প্রভাব প্রকাশিত হয়। মোটকথা, এসব বিষয় তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন একনিষ্ঠ হয়ে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অবনত হয়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ তা'লা বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ আমাদের পথে যারা চেষ্টা-সাধনা করবে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করবো। চেষ্টা-সাধনার সূচনা করা বান্দার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তোমাদেরকে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। এটি হলো, প্রতিশ্রুতি আর পক্ষান্তরে এই দোয়া রয়েছে যে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। আল্লাহ্ তা'লা একদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, চেষ্টা-সাধনা কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করবো। অপরদিকে এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। অর্থাৎ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সোজাসরল পথে পরিচালিত কর। অতএব, মানুষের উচিত এ বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে নামাযে কাকুতি মিনতি ও আহাজারি করে দোয়া করা এবং এই আশা রাখা যে, সেও যেন সেসব লোকের ন্যায় হয়ে যায় যারা উন্নতি ও অন্তঃদৃষ্টি লাভ করেছে। এই দুনিয়া থেকে অন্তঃদৃষ্টিশূন্য হয়ে এবং অন্ধ অবস্থায় যেন উত্থিত হতে না হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى অর্থাৎ যে এ দুনিয়াতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হবে। যে এখানে বৈষয়িকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যে আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারে নি, যে দোয়ার রহস্য বুঝে নি, যে দোয়ার প্রভাবকে উপলব্ধি করে নি এবং পার্থিবতাতেই মত্ত ছিল এমন ব্যক্তি পরকালেও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে পারে না। অতএব তিনি বলেন, পরকালের প্রস্তুতি এই দুনিয়া থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত, তাই এজন্য প্রস্তুতি নাও। তিনি (আ.) বলেন, উদ্দেশ্য হলো, পরকালে দেখতে হলে ইহজগত থেকেই আমাদেরকে চোখ নিয়ে যেতে হবে। পরজগতে যদি দেখতে হয় আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী জগতকে যদি দেখতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই জগত থেকেই দেখার জন্য চোখ নিয়ে যেতে হবে। পরজগতকে উপলব্ধি করার জন্য ইন্দ্রীয়সমূহের প্রস্তুতি ইহকালেই সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবেন না তা কল্পনা করা যায় কি! তিনি বলেন, অন্ধ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক স্বাদ পাওয়া হতে বঞ্চিত। এক ব্যক্তি মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়েছে বলে অন্ধ অনুকরণ করছে, নিছক অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করে কোন আমল নাই অর্থাৎ সে নামে মাত্র মুসলমান আখ্যায়িত হয়। অপরদিকে একইভাবে কোন খ্রিস্টান খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিয়েই খ্রিস্টান হয়ে যায়। এমন লোকেরা যে খোদা, রসূল এবং পবিত্র কুরআনের কোন সম্মান করে না– এর এটাই কারণ। ধর্মের প্রতি তার ভালোবাসাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। যে অন্ধ অনুকরণ করছে– ধর্মের প্রতি তার ভালোবাসাও আপত্তিযোগ্য। খোদা ও রসূলের অবমাননাকারীদের মাঝে তার ওঠাবসা। এর একমাত্র কারণ হলো, এমন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চোখ নেই, তার মাঝে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা নেই; নতুবা এক ব্যক্তি, যার মাঝে প্রেমাস্পদের জন্য ভালোবাসা আছে, সে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি পরিপন্থী কোন কিছু করা পছন্দ করবে কি? যদি ভালোবাসা থাকে, তবে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই পছন্দ করে

না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন যে, তুমি যদি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক, তবে আমি তো হিদায়াত দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি! সুতরাং দোয়া করা উচিত, কারণ দোয়া করাটাই সেই হিদায়াত বা সঠিক পথ গ্রহণের প্রস্তুতি।

অতএব, এই দিনগুলোতে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়া অনেক বেশি করুন; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, হৃদয়সহূকেও পবিত্র করে প্রকৃত বান্দায় পরিণত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদানকারী বানান। উগ্রপন্থীরা আজকাল যেমনটি করছে– তাদের মতো যেন আমরা না হয়ে যাই। আল্লাহ্ ও রসূলের নামে অত্যাচার করা হচ্ছে! আল্লাহ্ তা'লা এমন অত্যাচারীদের দুস্কৃতি থেকে সবাইকে রক্ষা করুন। কিছু মানুষ বলে বসে যে, আমরা তো এতটাই পাপী হয়ে গেছি যে, খোদা তা'লা এখন আর আমাদের ক্ষমা করবেন না! এই প্রশ্নও কেউ কেউ করে বসে যে, মানুষ কতটা পাপী হলে ক্ষমা পেতে পারে? এছাড়া, আমাদেরকে আর ক্ষমা করা হবে না– এই ধারণায় তারা আরও বেশি পাপে লিপ্ত হতে থাকে। আসলে, শয়তান তাদের মনে এক কুপ্ররোচনা সৃষ্টি করতে থাকে, খোদা-বিমুখ করার জন্য শয়তান নিজের কারসাজি চালিয়ে যেতে থাকে; আর এমন মানুষ তখন শয়তানের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শয়তানের এই আক্রমণ ও খপ্পর থেকে মুক্তির পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে বলেন,

পাপী ব্যক্তি নিজের পাপাধিক্য ইত্যাদির কথা ভেবে কখনোই যেন দোয়া থেকে বিরত না হয়! কখনো (একথা ভেবে) থেমে যেও না যে, পাপ অনেক বেশি হয়ে গেছে। দোয়া হলো, প্রতিষেধক। দোয়ার ফলে অবশেষে সে দেখতে পাবে যে, পাপ তার কাছে কতটা খারাপ লাগা আরম্ভ হয়েছে! দোয়া-ই তো পাপ থেকে মুক্তির চিকিৎসা। অবিচলতার সাথে দোয়া করলে পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হতে দেখবে। শয়তান দৌড়ে পালাবে! যারা অবাধ্যতায় নিমগ্ন হয়ে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায় এবং তওবার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তারা অবশেষে নবী-রসূল ও তাদের (পবিত্রকরণ) প্রভাবও অস্বীকার করে বসে এরপর তারা ধর্ম থেকেও ছিটকে পড়ে; এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর নবী-রসূলদের থেকে দূরে যেতে যেতে অবশেষে নাস্তিক হয়ে যায়। অতএব, ইসলাম এমন মানুষদেরও আশার কিরণ দেখায় যারা পাপে নিমজ্জিত। আর কীভাবে পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যই, সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবছর এই রমযান মাস আমাদের উপহার দেন। তাই এই মাস থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি ইলহাম **'উজীবু কুল্লা দু'আইকা'**– এর উল্লেখ করে বলেন,

আমার সাথে আমার মহাসম্মানিত প্রভুর স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, **'উজিবু কুল্লা দু'আইকা'** (অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব)। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, 'কুল্ল (অর্থাৎ সব) দোয়া বলতে সেসব দোয়া বুঝায় যা গৃহীত না হলে ক্ষতি হয়। 'প্রতিটি দোয়া'-র অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেক দোয়াই গৃহীত হবে; 'প্রতিটি' কথার অর্থ হলো– যেসব দোয়া গৃহীত হলে ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি তরবীয়ত ও সংশোধন করতে চান, তাহলে প্রত্যাখ্যান করাই (মূলত) দোয়া গৃহীত হওয়া। কখনো কখনো মানুষ কোন দোয়া করে ব্যর্থ হয় এবং ভাবে, খোদা তা'লা দোয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন! অথচ খোদা তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন! সেই প্রত্যাখ্যানই (আসলে) দোয়া কবুল হওয়া; কেননা পর্দার অন্তরালে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাঝেই তার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকে। মানুষ যেহেতু অদূরদর্শী বরং বাহ্যিকতার পূজারী

হয়ে থাকে– তাই তার উচিত, যখন সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে কোন দোয়া করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ না পায়– তখন সে যেন খোদার প্রতি এই কুধারণা না করে যে, তিনি আমার দোয়া শোনেন নি! তিনি সবার দোয়া শোনেন! তিনি ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। বলেছেন। রহস্য ও ভেদ এটাই যে, দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাঝেই দোয়াকারীর কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকে।

অতঃপর এ বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

দোয়ার মূলনীতি হলো; দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধারণা এবং কামনা বাসনার অধীনস্থ নন। দেখ! সন্তান মায়ের কাছে কতই না প্রিয় হয়ে থাকে? তিনি চান তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। কিন্তু সন্তান যদি অনর্থক জেদ করে আর কেঁদে কেঁদে ধারালো ছুরি বা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিতে চায় তাহলে মা সত্যিকার ভালোবাসা এবং প্রকৃত আন্তরিকতার কারণে কখনো কি চাইবে যে, তার সন্তান জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলুক বা ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে হাত দিয়ে হাত কেটে ফেলুক, কখনো নয়। একই নীতির আলোকে দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতিটিও বুঝা সম্ভব। তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ায় ক্ষতিকর কোন দিক থাকলে সেই দোয়া আদৌ গৃহীত হয় না। আমার সমস্ত দোয়াই গৃহীত হয়েছে- এমন নয়। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন। যখনই কোন দোয়ায় কোন ক্ষতিকর দিক অন্তর্নিহিত থাকে তখন আমার সেই দোয়া গৃহীত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, এ কথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আমাদের জ্ঞান (সর্বক্ষেত্রে) সুনিশ্চিত এবং সঠিক হয় না, অনেক কাজ আমরা খুবই আনন্দের সাথে কল্যাণময় মনে করে করি আর ধরে নেই, এর ফলাফল কল্যাণময় বা আশিসময় হবে, কিন্তু পরিণামে তা এক দুঃখ এবং সমস্যা হিসেবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়।

এর বহু উদাহরণ আমরা বর্তমানেও দেখে থাকি। প্রতিদিনের ডাকে মানুষের চিঠি আসে আর (সেখানে) তারা উল্লেখ করে যে, তারা দোয়া করছে আর জোরপূর্বক কোন কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিণাম ভালো প্রকাশ পায় না তখন আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম আর অনেক সদকা-খয়রাত করে এই কাজ শুরু করেছিলাম, তথাপি ফল ভালো হয়নি অথবা আমাদের দোয়া গৃহীত হয়নি। প্রথম কথা হলো, এটি দেখতে হবে যে, দোয়া, যা পরম মার্গে পৌঁছানো আবশ্যক, তা পৌঁছানো হয়েছে কিনা। খোদার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হবার কথা, তা হয়েছে কিনা? যদি এমনটি না হয় তাহলে তা কেবল বুলি আওড়ানো, যেমনটি কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। আর যদি দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছানো হয়ে থাকে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা এর কোন (উত্তম) ফলাফল প্রকাশিত না হয়, তাহলে (ধরে নিতে হবে) এতেই খোদার সুপ্ত প্রজ্ঞা নিহিত, এর মাঝেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত। যদি মানুষ নিজের ভুলের কারণে জোরাজুরি করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পরিবর্তে ইস্তেগফার করা উচিত যে, আমি ভুল করেছি আর যে বিষয়টি আমার স্বার্থানুকূল ছিল না, তা লাভের জন্য আমি জোরাজুরি করেছি। কতক এমনও রয়েছেন যারা দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ গ্রহণ কর, যদি কল্যাণকর না-ও হয় তবুও কবুল কর। কতক বিয়েশাদির ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন আর তার পছন্দসই জায়গায় বিয়েও হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর বিচ্ছেদও হয়ে গেছে। এরূপ দোয়া করা উচিত নয়। অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কিছু দোয়া কবুল করে থাকেন, যা তার জন্য কল্যাণকর হয় না। কিন্তু যখন পরিণাম প্রকাশিত হয় তখন সে তওবা ও ইস্তেগফার করে। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা মানুষের সকল কামনা-বাসনা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে

পারি না যে, তা সবই যথাযথ এবং সঠিক, কেননা ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়েই থাকে। তাই (এমনটি) হওয়া উচিত এবং হয় অর্থাৎ কিছু কামনা-বাসনা বা চাওয়া-পাওয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যদি তা সেভাবেই গ্রহণ করে নেন তাহলে তা খোদার রহমতের মর্যাদার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কিছু কামনা-বাসনা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেউ যদি খোদার প্রিয় বান্দা হয় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার সেই দোয়া গ্রহণ করেন না, কেননা এ বিষয়টি তাঁর রহমতের যে মর্যাদা রয়েছে, তার স্পষ্ট পরিপন্থী। কিছু আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকরও হয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হয় তাহলে আল্লাহ্ সেই দোয়া তার জন্য কবুল করেন না। কেননা, এটি তাঁর রহমতের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের এভাবে কখনো ক্ষতি হতে দেন না। তিনি (আ.) বলেন, এটি এক সত্য এবং সুনিশ্চিত বিষয়, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার দোয়া শোনেন এবং সেগুলোকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দান করেন। কিন্তু গণহারে সব দোয়া গ্রহণ করেন না বা প্রত্যেকের দোয়া গ্রহণ করেন না; কেননা আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করতে থাকে। এর চূড়ান্ত পরিণাম কী দাঁড়াবে, সে ব্যাপারে তার কোন চিন্তা-ই থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিণামদর্শী, তিনি এসব ক্ষতি ও মন্দ পরিণামকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এই দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে দোয়াকারী ভোগ করতে পারে, তা (অর্থাৎ সেই দোয়া) প্রত্যাখ্যান করে দেন। আর এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া-ই (তার জন্য) দোয়া গৃহীত হওয়ার নামান্তর। তাঁর প্রিয় বান্দাদের ক্ষেত্রে এটিই খোদা তা'লার রীতি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এমন দোয়া কবুল করে থাকেন যার ফলে মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু ক্ষতিকর দোয়াসমূহকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাখ্যান করার আদলে গ্রহণ করে নেন। তিনি (আ.) বলেন, আমার ওপর অনেকবার এই ইলহাম হয়েছে, (যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে) **'উজীবু কুল্লা দু'আইকা'** অর্থাৎ আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব। অন্যভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন দোয়া, যা উদ্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও উপকারী তা গৃহীত হবে। (অর্থাৎ) তিনি (আ.) এর এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, যে দোয়া কল্যাণকর, তা কবুল করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি আমার হৃদয়পটে জাগ্রত হতেই আমার আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। প্রথম দিকে, ২৫-৩০ বছর পূর্বে যখন আমার প্রতি প্রথম এই ইলহাম হয়, তখন আমি পরম আনন্দিত হই যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া, যা আমার বা আমার বন্ধুদের জন্য (করা) হবে, তা অবশ্যই কবুল করবেন। অতঃপর আমি চিন্তা করি যে, এক্ষেত্রে কৃপণতা প্রদর্শন করা উচিত নয়, কেননা এটি একটি ঐশী অনুগ্রহ বা পুরস্কার এবং আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেছেন, **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** (অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে)। অতএব, আমি আমার বন্ধুদের জন্য এই নীতি অবলম্বন করে রেখেছি যে, তারা আমাকে স্মরণ করাক বা না করাক, কোন গুরুতর বিষয় উপস্থাপন করুক বা না করুক, কঠিন বিষয় উপস্থাপন করুক বা না করুক- তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়।

দোয়া কবুলিয়্যতের শর্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টিও গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, দোয়া কবুলিয়্যতের জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে কতক দোয়াকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কতক যারা দোয়া করায় তাদের সাথে। যারা দোয়া করায় তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে দোয়া করার জন্য বলে, তার জন্যও আবশ্যক হলো, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং তাঁর ব্যক্তিগত অমুখাপেক্ষীতাকে যে সর্বদা ভয় করে। একথা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ তা'লা অমুখাপেক্ষী। সর্বদা তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয়

থাকা উচিত। আর শান্তিপ্রিয়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে নিজের রীতিনীতি বানিয়ে নেয়। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শান্তিপ্রিয়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে যেন নিজের অভ্যাসে পরিণত করে। তাকওয়া ও সততার মাধ্যমে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট করে- এরূপ অবস্থায় দোয়ার জন্য কবুলিয়্যতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে আর এসব শর্ত পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার দোয়া কবুলিয়্যাতের দ্বার খুলে দেয়া হয়। আর সে যদি খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, তাঁর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয় (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী যদি না চলে, আল্লাহ্র প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার প্রদান না করে, সে ক্ষেত্রে তার দুষ্কৃতি ও মন্দকর্ম দোয়া (কবুলিয়্যতের) পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক বা প্রাচীর ও পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়; অর্থাৎ প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, বড় পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবে; এবং দোয়া কবুলিয়্যতের দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। তার জন্য দোয়া কবুলিয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়; তার নিজের দোয়াও গৃহীত হয় না আর যার মাধ্যমে সে দোয়া করায় তার দোয়াও তার পক্ষে গৃহীত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, অতএব, আমাদের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন আমাদের দোয়াসমূহকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং এ পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, যা তাদের বৃথা কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। যদি এই কর্ম সঠিক না হয় তাহলে আমার দোয়াও তোমাদের পক্ষে গৃহীত হবে না। বরং তোমাদের কর্ম দোয়া গৃহীত হবার পথে বাধ সাধবে।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এটিও আবশ্যক যে, মানুষ যেন বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ় হয়। এটি মৌলিক শর্ত। এছাড়া তারা যেন সৎকর্মশীল হয়। সৎকর্মের বিষয়টি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং আমার নির্দেশ মান্য কর। আল্লাহ্ তা'লার কথা বা নির্দেশাবলীর ইতিবাচক উত্তর দেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা– এটি একটি মৌলিক বিষয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এটি সত্য কথা, যে ব্যক্তি কর্মের সাহায্য নেয় না, সে দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্কে পরীক্ষা করে। তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক আর এ দোয়ার এটিই অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা মানুষের জন্য আবশ্যক, কেননা উপকরণের ভিত্তিতে অবস্থার সংশোধন করাই হলো আল্লাহ্র রীতি, (যখন সংশোধনের জন্য আবশ্যক উপকরণ সহজলভ্য হবে আর নিজের অবস্থা শুধরানোর চেষ্টা করবে তখন সংশোধনও হবে)। তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করবেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। (যদি আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে যায়।) যারা বলে, দোয়া করলে আর উপকরণের প্রয়োজন কী?– তাদের এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এসব নির্বোধের চিন্তা করা উচিত যে, দোয়া তো নিজেই একটি গুপ্ত উপকরণ। দোয়া করাকে-ও খোদা তা'লা একটি কারণ বলেছেন যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ সমাধার কারণ হয়। তিনি (আ.) বলেন, আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে যে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর পূর্বে রাখা হয়েছে– দোয়া সূচক বাক্যটি এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি আর এরপর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, যেন আমাদের কার্য সমাধা হয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহ্র এমন রীতিই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তিনি উপকরণ সৃষ্টি করেন। (মানুষের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করে দেন)। দেখ! তৃষ্ণা মেটাতে পানি, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন, কিন্তু তা কোন উপকরণের মাধ্যমে করেন। এমনটি নয় যে, এমনিতেই তৃষ্ণা মিটে যাবে অথবা হঠাৎ যাদুর মতো পানি এসে যাবে। আগে কোন উপকরণ বা মাধ্যম সৃষ্টি হয়, যার

মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় লাভ হয়। অতএব উপকরণের রীতি এভাবেই কাজ করছে আর অবশ্যই উপকরণ সৃষ্টি হয়। কেননা এ দু'টিই খোদা তা'লার নাম অর্থাৎ 'كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا' (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) 'আযীয' শব্দের অর্থ হলো, সকল কর্ম সম্পাদন করে দেয়া আর 'হাকীম' অর্থ হলো, প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে স্থানকালপাত্রভেদে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে দেয়া। দেখ! উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকেই দেখ! তা দু'এক তোলা খেলেই দাস্ত হয়। অনুরূপভাবে 'Scammonya'-তে একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন উপকরণ ছাড়াই পাতলা পায়খানা হবে বা পানি ছাড়াই তৃষ্ণা মিটে যাবে– এমনটি করার শক্তি আল্লাহ্ তা'লা রাখেন। কিন্তু প্রকৃতির বিস্ময়াদি সম্পর্কে অবহিত করাও যেহেতু আবশ্যক ছিল, (আল্লাহ্ তা'লা যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেগুলো হলো প্রকৃতির নানাবিধ বিস্ময়, এগুলো সম্পর্কে অবগত করানোও আবশ্যক ছিল।) কেননা প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শতসহস্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়। মানুষ যদি আত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখে তাহলে যেসব জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে সেই প্রত্যেক সৃষ্টি বা প্রতিটি বস্তু দেখে একজন একত্ববাদী বিজ্ঞানী সেটিতে গভীর মনোনিবেশ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে প্রমাণ লাভ করে আর তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একজন নাস্তিক একে কাকতালীয় ঘটনা আখ্যা দেয়। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতির বিস্ময়াদি দেখানোর কারণই হলো মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, প্রতিটি জিনিসেরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

তাদের তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত। কেননা তাকওয়াই এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের মূল বলা যায়। শরীয়তকে যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ তাকওয়াই হতে পারে। তাকওয়ার অনেক স্তর ও ধাপ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষী হয়ে যদি প্রাথমিক স্তরগুলো অবিচলতা এবং নিষ্ঠার সাথে অতিক্রম করে তাহলেই সে উক্ত সততা ও সত্য সন্ধানের কারণে মহান পদমর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা : ২৮) এক কথায় খোদা তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন। إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা : ২৮) যেন তাঁর প্রতিশ্রুতি, আর প্রতিশ্রুতির কোন ব্যত্যয় ঘটে না। যেমনটি তিনি বলেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আর রা'দ : ৩২) আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আর রা'দ : ৩২)।

অতএব যে অবস্থায় দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাকওয়ার শর্ত একটি অবিচ্ছেদ্য এবং মৌলিক শর্ত, (এমন শর্ত যাকে পৃথক করা যায় না, ছেড়ে দেয়া যায় না বা রদ করা যায় না) তখন এক ব্যক্তি যদি উদাসীন ও ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রত্যাশী হয় তাহলে কি সে নির্বোধ ও আহাম্মক নয়? তাই তাকওয়ার পথে যথাসাধ্য পদচারণা করা আমাদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যক, যেন তারা দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ ও আনন্দ পেতে পারে আর ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর আর এভাবেই ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'রহম' বা দয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রাখতে হবে, 'রহম' বা দয়া দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি রহমানিয়্যত আর অন্যটি রহিমিয়্যত নামে আখ্যায়িত। রহমানিয়্যত এমন কল্যাণধারা যার সূচনা আমাদের সত্তা ও অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা সূচনাতেই তাঁর আদি জ্ঞানের মাধ্যমে অবলোকন করে এমন স্বর্গমত্য পার্থিব ও ঐশী উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার সবই আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের

কাজে লাগে। এসব উপকরণ থেকে সাধারণত মানুষই উপকৃত হয়। ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য জীবজন্তু– এসবই যেখানে মানুষের জন্য উপকারী প্রাণী, তারা কী (কখনো) লাভবান হয়? এসব কিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কীভাবে লাভবান হবে? দেখ! দৈহিক বিষয়ে মানুষ কতই না সুস্বাদু ও উন্নত মানের খাদ্য ভক্ষণ করে। মানুষের জন্য উন্নত মানের মাংস কিন্তু উচ্ছিষ্ট এবং হাড়গোড় হলো কুকুরের জন্য। দৈহিকভাবে মানুষ যে স্বাদ ও মজা পায় তাতে যদিও জীবজন্তু অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মানুষ তা হতে বেশি লাভবান হয়, আর আধ্যাত্মিক স্বাদের ক্ষেত্রে তো জীবজন্তুরা অংশীদারই নয়। আধ্যাত্মিক স্বাদ কেবলমাত্র মানুষের জন্যই, জীবজন্তু তো এতে অন্তর্ভুক্তই নয়। অতএব এই হলো দু'ধরনের কৃপা। একটি হলো সেটি যা আমাদের অস্তিত্বের সূচনার পূর্বেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বস্তু বা এলিমেন্ট এবং এ ধরনের অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। এগুলো আমাদের সত্তা, আকাঙ্ক্ষা ও দোয়ারও পূর্বের জিনিস। আমাদের সৃষ্টিরও পূর্বের বস্তু এগুলো, আমাদের আকাঙ্ক্ষা করার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান এবং আমাদের দোয়া করার পূর্ব থেকেই বিরাজমান রয়েছে, যা রহমানিয়্যত–এর দাবির কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে। এসব জিনিস আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি রহমত বা কৃপা হলো রহিমিয়্যত। অর্থাৎ আমরা যখন দোয়া করি তখন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, প্রকৃতির বিধানের সাথে সর্বদাই দোয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কতক লোক এটিকে বেদা'ত মনে করে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের দোয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে সেটিও আমি বর্ণনা করতে চাই। (অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে দোয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে– তা বর্ণনা করে) তিনি (আ.) বলেন, একটি শিশু যখন ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে দুধের জন্য চিৎকার ও আহাজারি করে তখন মায়ের স্তনে সবেগে দুধ নেমে আসে। শিশু দোয়ার নামও জানে না, কিন্তু তার চিৎকার দুধকে কীভাবে টেনে আনে? এর অভিজ্ঞতা সবারই আছে। অনেক সময় দেখা যায় মায়েরা স্তনে দুধের উপস্থিতি অনুভবও করে না, কিন্তু শিশুর চিৎকার দুধ টেনে আনে। খোদার দরবারে যখন আমাদের চিৎকার নিবেদিত হবে তখন কী তা কিছুই টেনে আনতে পারে না? আসে আর সব কিছুই আসে, কিন্তু যারা পণ্ডিত ও দার্শনিক সেজে বসে আছে, এমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা তা দেখতে পায় না। শিশুর সাথে মায়ের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ও সম্বন্ধ মাথায় রেখে মানুষ যদি দোয়ার দর্শনের বিষয়ে প্রণিধান করে তাহলে এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল বিষয় মনে হয়। দ্বিতীয় ধরনের 'রহম' বা দয়া এ শিক্ষা দেয় যে, একটি 'রহম বা দয়া' যাচনার পর সৃষ্টি হয়। চাইতে থাকবে পেতে থাকবে। ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। এটি কোন বাগাড়ম্বরতা নয়, বরং মানব প্রকৃতির একটি আবশ্যিক দিক। এই বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর আহ্বানে সাড়া দেয়া আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি (আ.) বলেন,

যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর সাড়া দেয়া খোদা তা'লার গুণ। যে এটি বুঝে না এবং স্বীকার করে না, সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি {অর্থাৎ তিনি (আ.) পূর্বেই দিয়েছেন} তা দোয়ার দর্শনকে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যত দু'টি পৃথক বিষয় নয়। কাজেই যে ব্যক্তি একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির সন্ধান করে, সে তা পেতে পারে না। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হলো, আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর শক্তি সৃষ্টি করা। আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত হলো, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন এবং উপকরণও দিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর যেসব জিনিস চেয়ে নিতে হবে সেটির জন্য উদ্দম-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন এবং এজন্য রহমানিয়্যত দোয়া করানো এবং আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়্যত লাভ করার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করে। তিনি (আ.) বলেন, যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতকে অস্বীকার

করে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ -র অর্থ হলো যেসব বাহ্যিক উপায় ও উপকরণ তুমি দান করেছ সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা তোমার ইবাদত করি। (আমরা সেই বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে তোমার ইবাদত করি।) জিহ্বার উদাহরণ দিয়ে তিনি (আ.) বলছেন, দেখ! এই জিহ্বা যা ধমনি এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। (এর শিরা, ধমনী, লালা বা স্নায়ু রয়েছে, এসব জিনিস জিহ্বার অংশ, এগুলো দিয়েই জিহ্বা গঠিত।) যদি এমনটি না হতো তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। জিহ্বা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মানুষ কথা বলতে পারে না। এতে যদি শিরা ও রগ না থাকত যার কারণে এটি সর্বদা আর্দ্র থাকে, নতুবা মানুষ জিহ্বা নাড়াতে পারত না। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার জন্য (আল্লাহ্ তা'লা) এমন জিহ্বা দিয়েছেন যা হৃদয়ের ধ্যানধারণা প্রকাশ করতে পারে। চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য জিহ্বা দান করেছেন, আমরা এটি দিয়ে কথা বলি। আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনো ব্যবহার না করি, তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে তাতে যদি জিহ্বা আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বা অকেজো হয়ে যায় এমনকি মানুষ বোবা (পর্যন্ত) হয়ে যায়। অতএব, এটি কত মহান রহিমিয়্যত বা দয়া যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। জিহ্বা দেয়ার বিষয়ে এখানে আমার মতে সম্ভবত রহমানিয়্যত শব্দ হবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়ে রেখেছেন, এটিও তাঁর রহমানিয়্যত। অনুরূপভাবে আমাদেরকে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এটি যে আমরা ব্যবহার করি, তাও রহমানিয়্যত। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছুই শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিগলন ও কাকুতি-মিনতির অবস্থা এবং চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের শক্তি রাখা হয়েছে। রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবই অকেজো হয়ে যায়। উন্মাদদেরকে দেখ! তাদের শক্তিবৃত্তি কীভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। খোদাপ্রদত্ত এসব নিয়ামতের মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? আল্লাহ্ তা'লা পরম অনুগ্রহবশত আমাদেরকে যেসব শক্তিবৃত্তি দান করেছেন সেগুলোকে যদি অকেজো ছেড়ে দেই তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অকৃতজ্ঞ। কাজেই স্মরণ রেখো! আমরা যদি আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে না লাগিয়ে দোয়া করি তাহলে দোয়া কোনই কল্যাণ সাধন করতে পারে না। কেননা যেখানে আমরা প্রথম দানকেই কোন কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটিকে কীভাবে নিজেদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী বানাতে পারব।

এসব উদাহরণ দিয়ে তিনি (আ.) সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন কর এবং এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার কর। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এগুলোর সঠিক ব্যবহাররীতি যাচনা কর। এমনটি হলে, এক বান্দা ইবাদতের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে পারে, খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে। এই কৃতজ্ঞতাই পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করে। আর রহমানিয়্যতের কল্যাণে প্রদত্ত উপকরণাদি এরপর রহিমিয়্যত থেকেও অংশ লাভ করে এবং মানুষ দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করে। অতঃপর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

অতএব إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলছে যে, হে রাব্বুল আলামীন! তোমার প্রথম দানকেও আমরা অকেজে হতে দিই নি ও নষ্ট করি নি। اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর মাঝে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন খোদা তা'লার কাছে সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি যাচনা করে, কেননা যদি তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপা সাহায্য না করে তাহলে দুর্বল মানুষ এমন আঁধার ও অমানিশার জালে বন্দি যে, সে দোয়া-ই করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে তিনিই তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনিই সাহায্য করেন, নতুবা মানুষ তো অক্ষম, সে তো জগতের মোহে আচ্ছন্ন ও জগতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, সে তো দোয়ার সুযোগই লাভ করতে পারে না। অতএব যতক্ষণ মানুষ খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহকে, যা

রহমানিয়্যত এর কল্যাণে সে লাভ করেছে, কাজে লাগিয়ে দোয়া না করবে, কোন উত্তম ফলাফল লাভ হতে পারে না। মানুষকে সর্বাবস্থায় সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি দীর্ঘদিন পূর্বে ব্রিটিশ আইনে দেখেছিলাম যে, **'তাকাভী'** অর্থাৎ কৃষিঋণের জন্য প্রথমে কিছু সম্পদ দেখানো আবশ্যক হয়ে থাকে। **'তাকাভী'** হলো এক প্রকার কৃষিঋণ যা কৃষকরা গ্রহণ করে থাকে। এখানেও (মানুষ) ঋণ নেয়, এখানেও Mortgage ইত্যাদি মানুষ নিয়ে থাকে, তাতেও নিজের কিছু অর্থ জমা করাতে হয়, অথবা কোন জামানত দিতে হয় বা কোন সম্পত্তি দেখানো আবশ্যক হয়ে থাকে অর্থাৎ কার্যত কিছু উপস্থাপন করতে হয়। অনুরূপভাবে প্রকৃতির বিধানের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, আমরা পূর্বেই যা কিছু পেয়েছি তা কতটা কাজে লাগিয়েছি? যদি বুদ্ধি, চেতনা, চোখ ও কান থাকা অবস্থায় পদস্খলিত না হয়ে থাক, আর নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে দোয়া কর, ফলে আরো বেশি ঐশী কৃপা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতরাজি প্রদান করেছেন তাতে যদি পদস্খলিত না হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসব নিয়ামতকে স্মরণ করে দোয়া কর, তাহলে ঐশী অনুগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে। নতুবা এটি কেবল বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি নিয়ামতরাজির সঠিক ব্যবহার না থাকো তাহলে দোয়া কোন উপকারে আসে না, বরং বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যই মানুষের অদৃষ্ট হয়ে থাকে। অতএব, এর প্রতি আমাদের গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আর সব যুগেই আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত বা নিত্যনতুন আদর্শ প্রেরণ করেন। এজন্যই তিনি اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দোয়া শিখিয়েছেন। এটি খোদা তা'লার অভিপ্রায় ও নিয়ম, আর কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়ায় যে শিক্ষা রয়েছে তা হলো, আমাদের কর্মকে তুমি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ কর। অর্থাৎ আমাদের কর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাও। এই শব্দগুলোর প্রতি গভীরভাবে প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যত এই আয়াতের শব্দাবলীর মাধ্যমে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যত এতে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথ যাচনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিন্তু এর পূর্বে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলছে যে, এটি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হও। অর্থাৎ, সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথের বিভিন্ন গন্তব্য অতিক্রমের জন্য যথাযথ শক্তিবৃত্তিকে ব্যবহার করে খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। অর্থাৎ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলছে যে, সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথ যদি অর্জন করতে হয় বা সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যেই শক্তিবৃত্তি প্রদান করেছেন, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। অতএব বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য নেয়া আবশ্যক। যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। পুণ্য করার জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়ার জন্য এমন জিহ্বা দান করেছেন যা হৃদয়ের ধ্যানধারণা ও সংকল্পকে প্রকাশ করতে পারে। অতঃপর বলেন, একইভাবে (আল্লাহ্ তা'লা) হৃদয়ে আকুতি-মিনতি, চিন্তাভাবনা এবং প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। অতএব স্মরণ রেখো! আমরা যদি এসব শক্তিসামর্থ্যকে পরিত্যাগ করে দোয়া করি, তাহলে সেই দোয়া আদৌ উপকারী ও কার্যকর হবে না। কেননা, প্রথম দানকে যেখানে কাজে লাগানো হয় নি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যেতে পারে? তাই إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলছে যে, পূর্বে প্রদত্ত তোমার দানসমূহ্ اهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِيمَ-এর পূর্বে

ও শক্তিসামর্থ্যকে আমরা অকেজো (ছেড়ে দেই নি) এবং নষ্ট করি নি। স্মরণ রেখো! রহমানিয়্যতের বৈশিষ্ট্য হলো, তা রহিমিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা দান করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যে ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। (সূরা আল্-মু'মিন: ৬১) বলেছেন এটি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব নয়, বরং মানবীয় সম্মান এরই দাবি করে। যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর যে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে চেষ্টা করে না সে সীমালঙ্ঘকারী। অর্থাৎ, যে দোয়া গ্রহণ করানোর বিষয়ে সচেষ্ট থাকে না সে যালেম। দোয়া এমন এক তৃপ্তিকর অবস্থার নাম যে, আমার আক্ষেপ হয়, জগদ্বাসীকে আমি কোন ভাষায় এই পরম আনন্দ ও স্বাদ সম্পর্কে বুঝাবো? এ অনুভূতি কেবল অনুভব করলেই লাভ হয়। সারকথা হলো, দোয়ার আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর মাঝে প্রধানত যা আবশ্যক তা হল, সৎকর্মশীল হওয়া ও ঈমান সৃষ্টি করা। কেননা যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাসের সংশোধন করে না এবং সৎকর্মের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে না, কিন্তু দোয়া করে, এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহ্ তা'লার পরীক্ষা নেয়। অতএব মূল কথা হলো, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর দোয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের কর্মসমূহকে তুমি পূর্ণতা দাও, উৎকর্ষ কর। এরপর صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে আরো সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আমরা সেই সুপথে পরিচালিত হতে চাই যা পুরষ্কারপ্রাপ্ত শ্রেণির পথ, আমাদেরকে অভিশপ্তদের পথ থেকে রক্ষা কর, অপকর্মের কারণে যাদের ওপর ঐশী ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। আর الضَّالِّينَ। বলে এই দোয়া শেখানো হয়েছে যে, তোমার সাহায্য হারা হয়ে আমরা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াব– এরূপ অবস্থা থেকেও আমাদেরকে রক্ষা কর। অর্থাৎ তোমার সাহায্য ব্যতীত পথভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর হাত থেকেও আমাদেরকে রক্ষা কর। অতএব, সূরা ফাতিহা যখন পড়বেন এভাবে প্রণিধান করে দোয়াও করা উচিত। এরপর তিনি (আ.) দোয়ায় উপকরণের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে আরো বলেন,

শোন! সেই দোয়া যার জন্য ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। বলা হয়েছে, এর জন্য এই প্রকৃত প্রেরণাই প্রয়োজন, যদি সেই বিগলন এবং আকুতি-মিনতিতে মজ্জা না থাকে তাহলে তা ট্যাঁ-ট্যাঁ বা বুলিসর্বস্ব বৈ কিছু নয়। এছাড়া কেউ হয়ত বলতে পারে যে, উপকরণ ব্যবহার করা আবশ্যক নয়?– এটি একটি ভুল ধারণা। শরীয়ত উপকরণ (ব্যবহারে) বারণ করে নি। আর সত্যি বলতে– দোয়া কি উপকরণ নয়? অথবা উপকরণ কি দোয়া নয়? উপকরণ সন্ধান করা নিজ সত্তায় এক দোয়া, আর দোয়া স্বয়ং এক মহান উপকরণের ঝরনাধারা। মানুষের বাহ্যিক গঠন– তার দু'হাত, দু'পায়ের গঠন পরস্পরের সহযোগিতার বিষয়ে একটি স্বভাবজ দিক নির্দেশনা। এই দৃশ্য যেখানে স্বয়ং মানুষের মাঝে বিদ্যমান সেক্ষেত্রে এটি কতটা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের কথা যে, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى-র অর্থ বুঝতে তার সমস্যা হবে! হ্যাঁ (আমি এ কথাও) বলি যে, উপকরণের সন্ধানও তোমরা দোয়ার মাধ্যমেই কর। পারস্পরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে, তোমাদের দেহের মাঝেই যখন আমি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থাপনা এবং পরিপূর্ণ পথনির্দেশনার ধারা প্রদর্শন করি, তা তোমারা অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'লা উপকরণের বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত করার জন্য নবীদের এক ধারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করতে সক্ষম ছিলেন আর ক্ষমতাবান যে, তিনি চাইলে সেসব রসূলকে কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী রাখতেন না, কিন্তু তারপরও তাঁদের ওপর এমন একটি সময় আসে যে, তারা مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে) বলতে বাধ্য হয়ে যান। তারা কি এক

ভিক্ষুকের ন্যায় সাহায্য যাচনা করে? না, مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ বলার মধ্যেও এক মহিমা থাকে। তাঁরা জগদ্বাসীকে উপকরণের ব্যবহার শেখাতে চান। এসব জাগতিক বস্তু-সামগ্রী সরবরাহ করাও আবশ্যক, যা দোয়ারই একটি শাখা; নতুবা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের পূর্ণ ঈমান আর তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা থাকে। তারা জানে যে, আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমরা আমাদের রসূলদেরকে এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের এই পৃথিবীতে অবশ্যই সাহায্য করব। (সূরা আল মু'মিন: ৫২) তিনি বলেন, এটি একটি নিশ্চিত এবং চিরসত্য প্রতিশ্রুতি। আমি তো বলব, খোদা তা'লা যদি কারো হৃদয়ে সাহায্যের প্রেরণা না যোগান তাহলে কেউ কীভাবে সাহায্য করতে পারে? অতএব নবীদেরও উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হন আর এরপর আল্লাহ্ তা'লাই তাদের জন্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন এবং সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী প্রেরণ করেন যারা তার কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

দোয়ার বরাতে নামাযের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো দোয়া, আর দোয়া করা একান্ত আল্লাহ্‌র প্রকৃতির বিধান সম্মত। যেমন- সচরাচর আমরা দেখে থাকি যে, এক শিশু যখন ক্রন্দন করে এবং উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তখন মা কতটা ব্যাকুল হয়ে তাকে দুধ পান করায়। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়ে পরম বিনয় ও আকুতি-মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া-পাওয়া তাঁর কাছেই উপস্থাপন করে, তখন প্রভুর বদান্যতা উদ্বেলিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দুধও এক ক্রন্দন চায়, তাই তাঁর কাছে এক অশ্রু বিসর্জনকারী চোখ উপস্থাপন করা উচিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, কারো কারো ধারণা হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি ও ক্রন্দনে কিছুই লাভ হয় না। এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং গুণাবলী, শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। যখন কোন ব্যক্তি খোদার দরবারে আসে আর সত্যিকার তওবা করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর সব সময় কৃপাবারি বর্ষণ করেন। কেউ একান্ত সঠিক বলেছে যে,

'আশেক কে শুদ কে ইয়ার বাহালশ্ নাযার না কারদ্, এ্যা খাজা দারদ্ নিস্ত ওগার না তাবীব হাস্ত।'

অর্থাৎ, 'কেউ সত্যিকার অর্থে ভালবাসবে আর প্রেমাস্পদ তাকাবেই না। হে সাহেব ব্যথাই নেই , নতুবা চিকিৎসক তো উপস্থিত রয়েছে।'

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান, তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাও। শর্ত কেবল এতটুকু যে, নিজেকে তাঁর যোগ্য কর। আর সেই সত্যিকার পরিবর্তন যা

মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে, তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে দেখাও। আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, আল্লাহ্‌র সত্তায় বিস্ময়কর সব শক্তি রয়েছে। আর তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি রয়েছে, কিন্তু তা দেখা ও পাওয়ার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন এবং সাহায্য ও সমর্থন করেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "মু'মিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا

অর্থাৎ, মু'মিন হলো তারা 'যারা আল্লাহকে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং নিজেদের বিছানায় শায়িত অবস্থাতেও স্মরণ করে, আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যেসব অদ্ভুত সৃষ্টি রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও প্রণিধান করতে থাকে। আর যখন খোদার সৃষ্টির সূক্ষ্ম রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয় তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি কর নি। অর্থাৎ যারা বিশেষ মু'মিন তাদের সৃষ্টিকে বুঝা ও জোতির্বিজ্ঞানের রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য জগতপূজারী লোকদের ন্যায় কেবল এতটুকু নয় যে, পৃথিবীর আকৃতি এরূপ, এর ব্যাস এতটা এবং এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি এমন। আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির সাথে এটির এরূপ সম্পর্ক রয়েছে, বরং তারা সৃষ্টির ঔৎকর্ষ অনুধাবনের পর এবং তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশিত হওয়ার অন্তরালে যে স্রষ্টা রয়েছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় ঈমানকে দৃঢ় করেন। অর্থাৎ যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জ্ঞান অর্জনের পর তারা খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়, এটিই এক মু'মিনের বিশেষ চিহ্ন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

এ কয়েকটি কথা আমি সেই মহান ধনভাণ্ডার থেকে উপস্থাপন করলাম যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে দোয়ার গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা, দোয়া করার পদ্ধতি ও এর দর্শন, সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোকপাত হয়। আমরা যদি এটি বুঝতে পারি তবে আমরা আমাদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন করতে পারব। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকৃষ্ট করতে পারব। অতএব, আমাদেরকে এই রমযানে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর আদেশানুযায়ী চলি এবং স্বীয় ঈমানকে দৃঢ়তর করতে থাকি। দোয়ার করার প্রজ্ঞা ও দর্শনকে অনুধাবনকারী হতে পারি। স্বীয় কর্মের সংশোধনকারী হতে পারি এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয়। এই রমযান যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় এক বিপ্লব সাধনকারী হয়। নিজ ভাইদের জন্যও দোয়া করুন, পূর্বেও আমি ক্রমাগতভাবে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি। পাকিস্তানে হোক, বা আলজেরিয়াতে, বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না কোন, বিশেষভাবে জামা'তী বা ধর্মীয় কারণে যে সমস্যাবলীতে জর্জরিত (তার জন্য দোয়া করুন)। পাকিস্তানে তো দৈনিকই কোন না কোন অঘটন ঘটে থাকে, যেখানে কোন না কোন ভাবে আহমদীদের কষ্ট দেয়া হয়, তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়াতেও সম্ভবত পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা খোলার

পাঁয়তারা চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন। অন্যের জন্য দোয়া করলে নিজের দোয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাপত্রটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বরং যারা অন্যদের জন্য দোয়া করে তাদের জন্য ফিরিশ্তারা দোয়া করেন, আর ফিরিশ্তারা যদি দোয়া করে তাহলে এটি অনেক লাভজনক ব্যবসা। অতএব, আমাদেরকে শুধু নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযানে বিশেষভাবে এই তৌফিকও দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)